গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
নগর ভবন ১৩-১৪তলা (পূর্ব ব্লক)
৫, ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং-৩৫.০২.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.২০- ৯৩০ তারিখ: ২২ মার্চ, ২০২০খ্রি:

করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে গণপরিবহনে গাড়ী চালক ও হেলপারসহ যাত্রীদের সর্তকতা অবলম্বন এবং করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডিটিসিএ
তারিখ ও সময়	:	১৮ মার্চ ২০২০ বিকাল: ৩:০০ ঘটিকা
স্থান	:	ডিটিসিএ'র সভাকক্ষ (দক্ষিণ নগর ভবন, ১৩তলা, ঢাকা-১০০০)
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। প্রাথমিক পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি বলেন বিশ্বের সকল দেশেই প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অনেকেই আক্রান্ত হয়েছে। করোনা ভাইরাস বিস্তারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে গণপরিবহন। তাই সুরক্ষিত গণপরিবহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের দ্রততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি ডিটিসিএ'র ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার জনাব মো: আনিসুর রহমান-কে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদানের অনুরোধ করেন।

০২। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (উপসচিব), ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ তার উপস্থাপনায় বিশ্বের উন্নত দেশের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গণপরিবহনে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিয়মিত বাস চালক, হেলপারসহ যাত্রীদের বাসে উঠার পূর্বেই সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে অথবা জীবাণুনাশক দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রতিটি ট্রিপ শেষে বাস ডেটল/হেক্সিসল দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ভাইরাসটি তীব্র সংক্রামক বিধায় দাড়িয়ে যাত্রী পরিবহন করা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

০৩। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনর মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন) জনাব নিতাই চন্দ্র সেন বলেন যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে চালক ও যাত্রী সাধারণের জন্য বাস টার্মিনালে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

০৪। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: মো: এমদাদুল হক জানান যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে চালক ও যাত্রী সাধারণের জন্য বাস টার্মিনালে প্রতীকীভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

০৫। বিআরটিসি'র উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আশরাফুল আলম জানান যে, যাত্রী পরিবহন শেষে প্রতি রাতে বিআরটিসি'র বাসগুলো ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। হেলপারের মাধ্যমে বাসে উঠার পূর্বে প্রত্যেক যাত্রীর হাত জীবাণুমুক্ত করা যায় কি না সভাপতি জানতে চাইলে বিআরটিসি'র প্রতিনিধি বলেন যে, অতিরিক্ত যাত্রীর চাপের কারনে নন-এসি বাসগুলোতে সম্ভব হবে না, তবে এসি বাসগুলোতে সম্ভব। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার জানতে চান প্রতি ট্রিপ শেষে বাস ধোয়া সম্ভব হবে কি না। জবাবে বিআরটিসি'র প্রতিনিধি জানান যে, ডিপোতে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব থাকায় এটি সম্ভব হচ্ছে না।

০৬। ডিএমপি'র এডিসি (ট্রাফিক-দক্ষিণ) কাজী রোমানা নাসরিন জানান যে, ডিএমপি'র পক্ষ হতে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রত্যেক পুলিশ সদস্যকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ট্রাফিক বক্সে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। ডিএমপি'র ট্রাফিক এর অফিসে একজন

সার্জেন্ট এর নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে নিয়মিতভাবে পরিবহন শ্রমিকদের সচেতন করা হচ্ছে।

০৭। বিআরটিএ'র উপ-পরিচালক (ইঞ্জি:) জনাব বিমলেন্দু চাকমা জানান যে, করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব রোধে ব্যাপক প্রচার প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত ১৬/০৩/২০২০ তারিখে বিআরটিএ'র পক্ষ হতে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র পক্ষ হতে সীমিত পরিসরে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

০৮। ঢাকা সিভিল সার্জন অফিসের প্রতিনিধি ডা. কে. এম. আব্দুল্লাহ আল-মামুন জানান যে, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবাস থেকে ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইইডিসিআর এর তালিকা মোতাবেক প্রত্যেক-কে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা ব্যক্তিদের নামের তালিকা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর নিকট নজরদারীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পিপিই এর সংকটের কারনে ডাক্তাররা সুরক্ষিত না থাকায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করতে পারছে না।

০৯। ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি'র সাংগঠনিক সম্পাদক এড. মাহবুবুর রহমান জানান যে, মালিক সমিতির পক্ষ হতে টার্মিনাল পরিস্কার রাখা, সভা আয়োজন, লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক কোম্পানীর অফিসে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, টিস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের প্রতিদিন সকালে ও রাতে বাস ভালোভাবে ধোয়ার এবং কিছুক্ষণ পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১০। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব আশরাফুজ্জামান বলেন যে, যাত্রীদের পরীক্ষাপূর্বক গণপরিবহনে উঠানো নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি বাসের অভ্যন্তরে সতর্কীকরণ স্টিকার লাগানো যেতে পারে।

১১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ শোয়েবুল আলম বলেন যে, গণপরিবহনে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন বন্ধ করতে হবে। নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে গাড়ীর সিট, হ্যান্ডেল, দরজা ও জানালা পরিস্কার করতে হবে। যাত্রী এবং পরিবহন শ্রমিক উভয়কে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

১২। ডিটিসিএ'র অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডপি) জনাব মো: জাকির হোসেন মজুমদার করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে আইইডিসিআর নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

১৩। সভায় আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u>

পরিবহন(বাস, টেম্পু,লেগুনা ইত্যাদি) মালিকদের করণীয়:

- প্রতিটি ট্রিপের শেষে জীবাণুনাশক দিয়ে বাস, টেম্পু, লেগুনা ইত্যাদির সিট, হাতল, জানালার পাশ ভালোভাবে পরিষ্কার করা।
- দিনশেষে যানবাহনটি ভালোভাবে ধৌত করা।
- নিয়মিতভাবে চালক ও হেল্পারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। রোগের উপসর্গ দেখা মাত্রই বাস চালক/হেল্পারকে সবেতনে হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো।
- প্রতিটি বাসে জীবাণুনাশক/সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার/ডেটল/টিস্যু পেপার ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- আন্তঃজেলা বাসের ক্ষেত্রে ডিজিটাল থার্মোমিটারের মাধ্যমে যাত্রীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করে বাসে উঠানো।

চালক ও হেল্পারের করণীয়:

- *বাস চালুর পূর্বে ও নামার পরে জীবাণুনাশক/সাবান/ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করা।*
- যাত্রী উঠানোর সময় যাত্রীর স্পর্শ পরিহার করা।
- কোন যাত্রী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে তাকে বাসে উঠা থেকে বিরত রাখা।
- ভাড়ার টাকা পৃথকভাবে রাখা। টাকা স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণুমুক্ত রাখা।

যাত্রীদের করণীয়:

- জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- পরিবহনে উঠার পূর্বে ও নামার পরে জীবাণুনাশক/সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া।
- নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়ার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার/পানির বোতল সাথে রাখা।
- জ্বর, হাঁচি-কাশি ইত্যাদি নিয়ে গণপরিবহন ব্যবহার না করা।
- গণপরিবহনে দাঁড়িয়ে চলাচল না করা।
- হাঁচি/কাশি দেয়ার পূর্বে রুমাল/টিস্যু/হাতের বাহু দিয়ে মুখ ঢাকা।
- ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত নির্ধারিত স্থানে ফেলা।
- গাড়ির অভ্যন্তরে ও যেখানে সেখানে থুতু,কফ না ফেলা।

ট্রাফিক পুলিশের করণীয়:

- নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্রতত্র বাস থামতে না দেয়া।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খন্দকার রাকিবুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ।

স্মারক নং-৩৫.০২.০০০০.০০৩.৯৯.০০১.২০-৯৩০

তারিখ: ২২ মার্চ, ২০২০খ্রি:

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।
৫. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), রমনা, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ি, বনানী, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, ২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৯. অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডপি)/(টিএমপিটিআই)/(এমটি), ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী ৩৬, রমনা ১২১৭, ঢাকা।
১১. পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা।
১২. জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ/ নরসিংদী/ গাজীপুর/ মুন্সীগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ জেলা।
১৩. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৪. সিভিল সার্জন, ঢাকা জেলা, আজিমপুর, ঢাকা।
১৫. মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
১৬. ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ।
১৭. পলিউশন কন্ট্রোল প্লানিং অফিসার, ডিটিসিএ।
১৮. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইট্স (৪র্থ তলা), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা।
১৯. সভাপতি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, বিআরটিসি ভবন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

২০. সভাপতি, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ইউনিক হাইট্স (৪র্থ তলা), ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা।
২১. চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২২. সহকারী ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ।
২৩. সহকারী ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ।
২৪. সহকারী জিআইএস এনালিস্ট, ডিটিসিএ।
২৫. সহকারী ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিস্ট, ডিটিসিএ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

২২/৩/২০২০

(সাফায়াত ফারুক চৌধুরী)
সহকারী ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার
ডিটিসিএ
ফোনঃ ০২৪৭১২০৮৩৭।

<u>অনুলিপি:</u>
০১। নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব, ডিটিসিএ (নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।